মঞ্জুরী নং-২০

২৪- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	4866,63,82	5086,90,69	5306,19,74
উন্নয়ন	3207,32,00	3873,00,00	4862,00,00
মোট	8073,95,82	8959,90,69	10168,19,74

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

(ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

(গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গণশিক্ষা, সাক্ষরতা, দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

(ঘ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন;

(ঙ) পাঠ্যপুস্তক তৈরী, মুদ্রণ ও বিতরণ;

(চ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম;

(ছ) গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

২. মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ	• বিদ্যালয়ের কক্ষ নির্মাণ, বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ • ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপন • বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার • উপবৃত্তি কার্যক্রম • বিনামূল্যে এবং সময়মত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
	• রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুল ও কমিউনিটি স্কুলের এমপিওভুক্তকরণ ও সরকারি অনুদানের অংশ প্রদান	• বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
২. প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন	• শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষণ • কারিকুলাম সংশোধন ও পরিমার্জন • ৫ম শ্রেণীতে মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
	• শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ • বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ	• জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী
৩. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা (equaliy and equity) নিশ্চিতকরণ	• উপবৃত্তি প্রদান • কর্মজীবী এবং সুবিধাবঞ্চিত, চরম দরিদ্র ও ঝরে পড়া ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ভাতা প্রদান • ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপন	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৪. দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষা সমাপনের হার উন্নয়ন	• কর্মজীবী এবং সুবিধাবঞ্চিত, চরম দরিদ্র ও ঝরে পড়া ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ভাতা প্রদান • ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৫. সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি	• ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর লোকদের চিহ্নিতকরণ ও সাক্ষরতা প্রদান • ১০-১৪ বছর বয়সী কর্মজীবী শিশুদের ৪০ মাস ব্যাপি মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম	• উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
৬. অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন	• সাক্ষরতাউত্তর ৩ মাসের মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষিতদের ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা দেয়া • জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান	• উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
৭. চরম দরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য পাইলট ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ	• কর্মজীবী এবং সুবিধাবঞ্চিত, চরম দরিদ্র ও ঝরে পড়া ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ভাতা প্রদান • শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৮. প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ	• ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন • শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষণ	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৯. শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন	• সি.ইন.এড প্রশিক্ষণ প্রদান ও কারিকুলাম পরিমার্জন	• জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• গবেষণা পরিচালনা ও কর্মশালার আয়োজন	

৩. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা ভাতা ও অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে ৪৩,০০০ নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ৩২,২৯৬টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার, উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪৮.২৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান, ঝরে পড়া ৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে রস্ক প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা ভাতা প্রদানের ফলে সার্বিকভাবে নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে।

৩.১.২ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। গড়ে বছরে ২০,০০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুরা উন্নতমানের শিক্ষা পাবে, যা তাদের দারিদ্র্য নিরসনে সাহায্য করবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহের পৃথক টয়লেট নির্মাণ ও সুবিধাবঞ্চিত ঝড়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ভাতা ও অনুদান প্রদানের ফলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ তাঁদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

৩.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা (equaliy and equity) নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৪৮.২৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি, ৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা ভাতা প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পাবে, যা ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও শিক্ষা ভাতা প্রদানের ফলে সার্বিকভাবে নারীর উন্নয়ন তথা সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে।

৩.১.৪ দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষা সমাপনের হার উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান ও উচ্চ পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করায় এবং এ কার্যক্রমের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সুফলভোগী ছাত্রী হওয়ায় নারী উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রাখবে।

৩.১.৫ সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ সাক্ষরতা কার্যক্রমের আওতায় দেশের প্রায় ১৮ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মৌলিক শিক্ষা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে সার্বিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পিএলসিই প্রোগ্রাম-এর পিপি অনুযায়ী সাক্ষরতা কার্যক্রমে ৫০ ভাগ ও মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমে ৬০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ফলে অধিক সংখ্যক নারীর কর্মে নিয়োজিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.১.৬ অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কোর্সের ফলে ১৬ লক্ষ সুফলভোগীর আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া শহরের কর্মজীবী ২ লক্ষ কিশোর-কিশোরীকে মৌলিক শিক্ষা কোর্সের আওতায় এনে ২০ হাজার জনকে জীবিকায়ন-দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পিএলসিই প্রোগ্রাম-এর পিপি অনুযায়ী সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা এবং মৌলিক শিক্ষা কোর্সে ন্যূনতম ৫০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ফলে সামগ্রিকভাবে নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলবে।

৩.১.৭ চরম দরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য পাইলট ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ চরম দরিদ্র ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঝরে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত ৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পাইলট ভিত্তিতে গৃহীত লক্ষ্যভিত্তিক (যেমন-শিক্ষাভাতা, অনুদান, পোষাক ও শিক্ষা উপকরণ) কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। শহরের কর্মজীবী দুই লক্ষ কিশোর-কিশোরীকে জীবিকায়ন- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রশিক্ষণ তাদের আয়বর্ধনে সহায়তা করবে বিধায় এ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ চরম দারিদ্র্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী লক্ষ্যভিত্তিক সুফলভোগীর ৬০% মেয়ে শিক্ষার্থী হওয়ার ফলে এ কর্মসূচি নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

৩.১.৮ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন-৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ) দরিদ্র পরিবার হতে আসা নারী-পুরুষের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ স্কুলসমূহকে ছাত্রী-বান্ধব করে তোলা, ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট ও নারী শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা, পরবর্তীতে নারী শিক্ষার হার, আয় ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.৯ শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
দারিদ্র্য নিরসন	১৪৪৫,২১,১৮	১৪৭৪,২৫,৬৬	১৬১১,২১,৭৪
নারী উন্নয়ন	৬৮৮,১০,৬৭	৭০৯,১৫,৬২	৭৮২,৫৯,৪৩

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. **শিক্ষক-শিক্ষিকার দক্ষতা উন্নয়নঃ** শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী। প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদেরকে সি.ইন.এড. ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা বিবেচনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে	• শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন
২. **শিক্ষা উপকরণ সরবরাহঃ** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ যেমন- বই, ব্যাগ, সম্পূরক পঠন সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ করা হলে তা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুনগত মানোন্নয়নে শিক্ষা উপকরণের অপরিহার্যতা বিবেচনায় এ কর্মসূচিকে মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে	• প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ • প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন
৩. **উপবৃত্তি/শিক্ষা ভাতাঃ** দরিদ্র প্রান্তিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী, সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা চক্রের সমাপ্তি, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং তাদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি এবং শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও দেশে নির্বাচিত ৬০টি উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হবে। এ শিক্ষা ভাতা, উপবৃত্তি প্রদানের ফলে নীট ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার হার হ্রাস পাবে বিধায় এটি অগ্রাধিকার কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে	• প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ • প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা (equality and equity) নিশ্চিত করা • দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষা সমাপনের হার উন্নয়ন
৪. **শিক্ষক নিয়োগঃ** শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত যথাযথ পর্যায়ে (১:৩০) বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত হচ্ছে ১:৫৪। এ অনুপাতকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রতিবছর পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা সরকারের লক্ষ্য বিধায় শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমকে মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	• প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ • প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন
৫. **বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারঃ** শিশু-বান্ধব অবকাঠামো শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ৬০ ও ৮০'র দশকে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে শিশুদের জন্য শিশু-বান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার কার্যক্রমকে মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	• প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ • প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন • দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষা সমাপনের হার উন্নয়ন • প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা
৬. **সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমঃ** দেশের ১৮ লক্ষ নতুন সাক্ষরকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সাক্ষরতা জ্ঞানকে	• সাক্ষরতা, উন্নয়ন ও দক্ষতার হার বৃদ্ধি

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
শানিতকরণ এবং আয়বর্ধক কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীরা তাদের লব্ধ জ্ঞান আয়বর্ধক কর্মে প্রয়োগ করে নিজের এবং তাদের পরিবারের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ পায় বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে	• অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা-উত্তর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key performance indicator)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
							২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। কন্ট্যাক্ট আওয়ার (গড়ে)	২	ঘন্টা	৮৯৮	৮৯৮	৮৯৮	৮৯৮	৯২৩	৯২৩	৯২৩
২। শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত	১, ২ ও ৭	অনুপাত	১:৪৬	১ :৫০	১ :৪৬	১ :৪৬	১ :৪৪	১ :৪২	১ :৪০
৩। নীট ভর্তির হার	১, ৩ ও ৫	%	৯০	৮৮	৯০	৯০	৯২	৯৩	৯৪
৪। সি.ইন.এড. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার	২	%	৭৫	৭০	৭৫	৮৫	৯০	৯২	৯৩
৫। শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতা	২, ৫ ও ৬	%	৬৫	৫৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫
৬। উপস্থিতির হার	৬	%	৮০	৭৮	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
৭। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে উচ্চ বিদ্যালয়ে গমণের হার	২	%	৮৫	৮৪	৮৫	৮৫	৮৫	৮৬	৮৭
৮। মহিলা শিক্ষকের হার	১, ২ ও ৭	%	৫২	৪৬	৪৬	৫২	৫২	৫৪	৫৬

৫. অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৫.১.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণের ফলে বিদ্যালয় গমনোপযোগী (৬-১০ বছর) শিশুর নীট ভর্তির হার ২০০৫ সনের ৮৭.২% থেকে ২০০৭ সনে ৯১.১% এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত ২০০৫ সনে ১:৫৪ যা ২০০৭ সনে ১:৪৯ এবং ছাত্র উপস্থিতির হার ২০০৫ সনে ৭৭% যা ২০০৭ সনে ৮০% এ উন্নীত হয়েছে। শিক্ষক-ছাত্র সংযোগ-ঘন্টা গড়ে ৮৪০ এ উন্নীত হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে R.O.S.C. প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ সুবিধাভোগীকে ১৬০.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০০৮ এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. বিদ্যালয়ের কক্ষ নির্মাণ, বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	• ৪০,০০০ নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	১
২. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপন	• ৪৬,০৫৭টি নতুন টয়লেট ও ৪০,৪৫৮টি নলকূপ স্থাপন	১, ৩, ৮
৩. বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার	• ৩২,২৯৬টি স্কুল পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার	১, ২
৪. শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে	• পি.ই.ডি.পি.-২ এর আওতায় ৪৫	২,৮

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষণ	হাজার এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর ৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ	
৫. বিনামূল্যে এবং সময়মত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ	• বছরে গড়ে ৬ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ	১
৬. উপবৃত্তি কার্যক্রম	• প্রতি বছর গড়ে ৪৮.২৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান	১,৩
৭. কারিকুলাম সংশোধন ও পরিমার্জন	• প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিকুলাম সংশোধন ও পরিমার্জন	২, ৩
৮. কর্মজীবী ও সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ভাতা প্রদান	• পিছিয়ে পড়া ৬০টি নির্বাচিত ও উপ-নির্বাচিত উপজেলার ৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত ও স্কুল বহির্ভূত শিশুকে ভাতা প্রদান	৩, ৪, ৭
৯. শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ	• সিডর আক্রান্ত ১০টি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৬.০০ লক্ষ স্কুল ব্যাগ সরবরাহ	৭
১০. পঞ্চম শ্রেণীতে মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ	• প্রতিবছর সারা দেশে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠান	২
১১. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ	• ৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ৭৫ গ্রাম ওজনের উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ	৪

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	১৬৩.১৩	১৬৩.০০	১৬৩.০০	১৬২.০০	১৬১.০০	১৬০.০০
২. শিক্ষক নিয়োগ	সংখ্যা	৮,৯২৯	১৬,০৬১	১৮,০০০	১৫,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৩. শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ	সংখ্যা	৭,০৭৮	১২,৮০০	১২,৮০০	৭,৫০০	৬,০৪৬	-
৪. উপবৃত্তি প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	৫৫.০০	৪৮.২৫	৪৮.২৫	৪৮.২৫	৪৮.২৫	৪৮.২৫
৫. শিক্ষা ভাতা	সংখ্যা	৫,০৯,১১৭	৫,০৪,৯৬৯	৫,০৪,৯৬৯	৪,৯৩,৮২২	৪,৫৮,০৬৬	২,৬৩,৩৮৬
৬. টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	৪,৫৩০	৬,৭৫০	৬৭৫০	৪,০০০	২,২০০	৩,০০০

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০০৯-১০	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৪৮,৯৭,৫০	৪৮,৪৯,৫৩	২৫৭,৯৪,৯২	৩৪৪,৮১,০৩	৩৬২,৪১,৫৪
উন্নয়ন	২৬০৯,১০,০০	২৭০০,৭৬,০০	২৯২১,০০,০০	৩৩১১,১৯,৫৫	৪১৮৮,৯৪,২৫
মোট	২৬৫৮,০৭,৫০	২৭৪৯,২৫,৫৩	৩১৭৮,৯৪,৯২	৩৬৫৬,০০,৫৮	৪৫৫১,৩৫,৭৯

৫.১.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রমসমূহ
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯
১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সদর দপ্তর) ২) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ৩) পিটিআইসমূহ ৪) উপজেলা শিক্ষা অফিসসমূহ	
অনুমোদিত প্রকল্প	
১) দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)	১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯
২) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১,২,৩
৩) রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	২, ৪
৪) আইডিবি সাহায্যপুষ্ট সারকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প।	১, ২, ৩
৫) রিচিং আউট অফ স্কুল চিল্ড্রেন (রস্ক) প্রকল্প	৩, ৭
৬) ২০০৭ সালের বন্যায় ও নদীভাঙ্গন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প	১, ২
৭) প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিট্যান্স ফর ইংলিশ ইন একশন	২,৪
৮) প্রজেক্ট প্রিপারেটরি টিএ - ২য় পিইএসডিপি	১, ২
৯) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩, ৪
১০) ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	৩,৪
সম্ভাব্য প্রকল্পঃ	
১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প	৩, ৮
২) তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পি.ই.ডি.পি.-৩)	১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯
৩) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১,২,৩
৪) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	২, ৪
৫) প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম	১, ২
৬) দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	১,২,৪,৭
৭) নির্বাচিত এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুকরণ প্রকল্প	১,৩,৪,৭

৫.২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

৫.২.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মানব উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী মৌলিক সাক্ষরতা, সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত পি.এল.সি.ই.এইচ.ডি.-১ প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার ৭৪% ও পি.এল.সি.ই.এইচ.ডি.-৩ প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রার ১০০% (৬,৩০০ জন) শিক্ষার্থীকে মানব সম্পদে পরিণত করা হয়েছে। পি.এল.সি.ই.এইচ.ডি.-২ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ের ৬টি জেলার জন্য ৬টি বেসরকারি সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৫.২.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. ১৫-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর লোকদের চিহ্নিতকরণ ও	• ১৬ লাখ নতুন সাক্ষরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	৫

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
সাক্ষরতা প্রদান		
২. ১০-১৪ বছর বয়সী কর্মজীবী শিশুদের জন্য ৪০ মাস ব্যাপী মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম	• ২.০০ লক্ষ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক ও জীবন দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান	৫
৩. সাক্ষরতা উত্তর ৩ মাসের মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষিতদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা দেয়া	• Public Private Partnership -এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ • NFE Policy Implementation Plan বাস্তবায়ন	৬
৪. জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান	• ২০০০০ কর্মজীবী শিক্ষার্থী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে জীবিকায়ন-দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হবে	৬

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১) ৯ মাস ব্যপী সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৬৫	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০	৬.৪৫	০০
২) ৪০ মাস ব্যপী মৌলিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৩৫	০.৩২	০.৩২	০.৩৩	০০	০০
৩) জীবীকায়ন-দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা	সংখ্যা (লক্ষ)	০০	০০	০০	০.০৫	০.০৮	০.০৭

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০০৯-১০	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৪,৬৭,৭৯	৪,৮৭,৯১	৫,৭২,৭৩	৫,৯০,৩০	৬,০৮,৫৭
উন্নয়ন	২১৯,৩৩,০০	১২২,৪২,০০	১০০,০০,০০	৫৬১,৮০,৪৫	৬৭৩,০৫,৭৫
মোট	২২৪,০০,৭৯	১২৭,২৯,৯১	১০৫,৭২,৭৩	৫৬৭,৭০,৭৫	৬৭৯,১৪,৩২

৫.২.৫ সংশিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	
১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	১-৪
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ ২. শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১, ২, ৩, ৪
অননুমোদিত প্রকল্প	
১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় মৌলিক সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প	১, ২
সম্ভাব্য প্রকল্প	
১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় মৌলিক সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প	১

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
২. আবাসন প্রকল্পের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, বয়স্ক ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প	৩, ৪
৩. পার্বত্য জেলার জন্য উপানুষ্ঠানিক মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প	১, ৪
৪. তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রকল্প	
৫. কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১, ৪
৬. বাংলাদেশে সমতাস্থাপক (ইক্যুইভেলেন্সি) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প	১, ৪

৫.৩ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ

৫.৩.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউ.আর.সি. এর সংশিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত অফিস ও অর্থ-ব্যবস্থাপনা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, একাডেমিক সুপারভিশন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ক রাজস্ব ও পিইডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় ৪৯ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৫,২৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে ০৩ টি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সম্পন্ন হয়েছে। এক বছর মেয়াদি সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫০,২৪১ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২১ টি আঞ্চলিক সমাজ উদ্বুদ্ধকরণমূলক কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়। জাইকা সাপোর্ট প্রোগ্রামের আওতায় কারিকুলাম ও বিভিন্ন বিষয়ের কনটেন্ট পর্যালোচনা করে টিচিং প্যাকেজ (T.P.) তৈরি করা হয়েছে। কিছু প্যাকেজ বর্তমানে এফ.টি.এস. (Field Testing School) গুলোতে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তায়নাধীন আছে।

৫.৩.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	• ২৭,৯৬০ জন প্রাইমারী শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান	২
২. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	• ১১,৩৬৪ জন প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান	২
৩. গবেষণা পরিচালনা ও কর্মশালার আয়োজন	• ০৬ (ছয়) টি গবেষণা সমীক্ষা ও ২০টি কর্মশালার কার্যক্রম পরিচালনা	৯
৪. সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান ও কারিকুলাম পরিমার্জন	• সি-ইন-এড কারিকুলাম পরিমার্জন সম্পন্নকরণ ও Test Book/ Manual মুদ্রণ	৯

৫.৩.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১) সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা	জন	১৯,০৪১	১৭,০০৭	১৭,০০০	১৫,০০০	৬,৪৮০	৬,৪৮০
২) কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের প্রশিক্ষণ	জন	১,৯৫৪	৩,৮৩৪	৩,৮৩৪	৪,০১৪	২,২৮০	৪,৩০০
৩) বিদ্যালয় কমিটির সভাপতিগণের প্রশিক্ষণ	জন	৪৫	২০০	২০০	২২০	২৫০	৩০০
৪) গবেষণা-সমীক্ষা	সংখ্যা	৩	৬	৬	৭	৭	৭

৫.৩.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০০৯-১০	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	৩,২৩,৯৭	৩,৫১,৭৫	৩,০৩,৩৫	৩,০৮,৭৮	৩,১৩,২৯
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	৩,২৩,৯৭	৩,৫১,৭৫	৩,০৩,৩৫	৩,০৮,৭৮	৩,১৩,২৯

৫.৩.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। সি-ইন-এড কারিকুলাম পরিমার্জন	৫
২। To Study The Impact Of Subject Based Traning (Held At URC) To Enhance The Quality Teaching Learning At Primary School	৩

৫.৪ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (সি.পি.ই.)

৫.৪.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক বিগত তিন অর্থবছরে ৩০১টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১,২০৯ জন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। একই সময়ে ৪২৯টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত করে ১,৭৭৬ জন শিক্ষককে সম্মানী ভাতাভুক্ত করা হয়। এমপিওভুক্তির ফলে সর্বমোট ২,৯৮৫ জন শিক্ষকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০% নারী শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ না থাকায় বিগত অর্থ বৎসরে ১৯,৬৮১টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্কেল সহ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫.৪.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণ ও সরকারি অনুদানের অংশ প্রদান	• ১৯,৬৮১টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত চালু রাখা এবং প্রতি বছর গড়ে ৩০০ নতুন রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ	১

৫.৪.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১) স্কুল পরিদর্শন	সংখ্যা	৪০০	৫০০	৫৫০	৬৫০	৭০০	৭৫০
২) নীট ভর্তির হার	%	৮৮	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২

৫.৪.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ ঃ প্রযোজ্য নয়

৫.৪.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা ঃ প্রযোজ্য নয়